পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামের ওপর একটি সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্র সমীক্ষা

নাম : সেক আনবার

বিভাগ : সমাজতত্ত্ব

সেমিষ্টার :- ৬ ষ্ঠ

পেপার :- DSE 4

ক্রমিক নং :- ১১১৬১১-২০০২৩৯

রেজিস্ট্রেশান নং :- ১১৬০১৭৬ (২০২০-২০২১)

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়

ঘোষণা পত্র (Declaration letter)

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে,"পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামের উপর একটি ক্ষেত্রসমীক্ষা শীর্ষক যে যে অনুসন্ধান মূলক কাজটি উপস্থাপন করেছি যা সমাজতত্ত্বে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করার একটি আংশিক প্রয়োজনীয়তা শিদ্ধ করে।এই গবেষণামূলক প্রবন্ধটির কাজ আমি অধ্যাপক ডঃ হাসিবুল রহমান স্যারের অধীনে সম্পন্ন করেছি। সঙ্গে আমি আরো ঘোষণা করেছি যে এই আসন্ন কাজটি সম্পূর্ণ মৌলিক গুচ্ছ। এই কাজটি আমি আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাবে অতীতের কথা উপস্থাপন করিনি, এবং ভবিষ্যতেও করবো না।

অধ্যক্ষকের স্বাক্ষর

(Signeture of the Supervisa)

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

(signature of the Canddate)

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Mrs.SK ANBAR, Semester:-Six, Roll No:- 1116116-200239 has done intersive field work at Muradpur Village, Chandipur,Purba Medinipur under my supervision.

DR. HASIBUL RAHAMAN
Department of Sociology
Haldia Govt. College

সূচিপত্র
(CONTENT)

অধ্যায় নং	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা নং
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement)	(I)
প্রথম অধ্যায়	১ ভূমিকা (Introduction)	
	ক) সামাজিক সমস্যা	
	খ) সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ	
	গ) পনপ্রথার সংজ্ঞা	
	ঘ) পনপ্রথার ইতিহাস	
	ঙ) পনপ্রথার বৈশিষ্ট্য	
	১.১ বিষয় নির্বাচন (Statement of the Problem)	
	১.২ পুস্তক পর্যালোচনা (Review of Literature)	
	১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)	
	১.৪ গবেষণালব্ধ পদ্ধতি (Research Methodology)	
	১.৫ অসুবিধা (Limitations)	
দ্বিতীয় অধ্যায়	প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ (Analysis of Data)	
তৃতীয় অধ্যায়	জীবন বৃত্তি (Case-Study)	
চতুর্থ অধ্যায়	সারাংশ ও উপসংহার (Substance & Conclusion)	
	পরিশিষ্ট (Appendix)	
	সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি (Reference)	

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

(Acknowledgement)

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের স্নাতক ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুসারে উপস্থাপিত এই ক্ষেত্রসমীক্ষা। এই ক্ষুদ্র গবেষণামূলক প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে আমি যাদের কাছ থেকে আন্তরিক উৎসাহ, সহযোগিতা ও নির্দেশনা লাভ করেছি তাদেরকে জানাই আমার কৃতজ্ঞতা।

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাই হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ পীযূষ কান্তি ত্রিপাঠি মহাশয়কে । যার অনুমতি ছাড়া আমরা আমাদের ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজটি সম্পূর্ণ করতে পারতাম না। এরপর কৃতজ্ঞতা জানাই সমাজতত্ত্ব বিভাগীয় প্রধান ডঃ হাসিবুর রহমান স্যারকে। যার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে আমরা গবেষণার কাজটি সম্পূর্ণ করেছি। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই সমাজতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষিকা ডঃ অনন্যা চ্যাটার্জী ও মৌতন রায় মহাশয় কে। সমীক্ষা ও গবেষণার কাজে যাদের কাছ থেকে বিশেষ সহযোগিতা পেয়েছি, এবং পরিবারের পিতা মাতা ও পরিবারের সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জানাই, যারা এই গবেষণাটি গড়ে তুলতে মনোবল ও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এনাদের প্রত্যেকের সাহায্য ছাড়া এই গবেষণাটি রূপায়িত করা সম্ভব ছিল না।

মুরাদপুর গ্রামের বিবেকানন্দ লোকশিক্ষা আশ্রমের সেই সকল ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতা জানাই যারা আমাদের থাকা খাওয়া ও নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও গ্রামের প্রত্যেক জনসাধারণ যারা আমাদের উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে আমার শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই সেই সকল গ্রন্থ রচয়িতাদের যাদের বই দেখে আমরা আমাদের এই পণপ্রথা নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে সফল হয়েছি। ধন্যবাদ জানাই আমার সকল বন্ধু-বান্ধবীদের যারা আমার সঙ্গে থেকে আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে।

তারিখ :

ইতি
সেক আনবার

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা (Introduction)

পনবলির ঘটনা ভারতীয় সমাজে নারীজাতির মর্যাদা বিরোধী একটি ভয়াবহ ঘটনা। সামাজিক সমস্যা হিসেবে এর অমানবিক প্রকৃতি মর্মান্তিক। পনের দাবি জনিত লাঞ্ছনা পীড়নের কারণে বিপন্ন গৃহবধূ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় আবার অতি লোভী স্বামী দেবতা বা তার পরিজনেরা পনের কারনে গৃহবধূকে হত্যা করত দ্বিধাবোধ করেনা। এই সমস্যাটি কন্যার মাতা পিতা সমাজসেবক জনপ্রতি নদী পুলিশ আইন আদালত বস্তুত সমগ্র সমাজের মাথা ব্যাথার কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৯৬১ সালের পণপ্রথা বিরোধী আইন প্রণীত হয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আইনটি সমস্যা সমাধানের সক্ষম হয়নি। সমস্যাটির অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে অবস্থান করেছে পনের জন্য দাবি মন বলির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে চলেছে। এর দাবি করার অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামী বা তার পরিবার পরিজনদের বিরুদ্ধে জোরদার আইনি পদক্ষেপের খুব বেশি পাওয়া যায় না। অধ্যাপক আহুজা মন্তব্য করেছেন -----"not a week passes when one does not read about a girl Bering harassed, tortured, killed or driven to suicide because of dowry and yet how many of the accused are punished, few killers in bridge-burning cases are arrested, fair are prosecuted and fewest finally sentemed".

পনবলির ঘটনা অধিকাংশ ঘটনা ঘটে প্রতিগৃহে গোপনীয়তা

মধ্যে। এ বিষয়ে প্রতি পরিবারের পরিজনদের শিকার ষড়যন্ত্র ও সহযোগিতা থাকে, সাক্ষ্য-প্রদানের অভাবে কারণে আদালত অপরাধ ব্যক্ত করে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে অসহায় বোধ করে। এ ব্যাপারে অনুসন্ধানকারী পুলিশ অফিসারদের দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে আদালত অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্ন পুলিশ কর্তৃপক্ষের অপাধর্মিতা বা দুর্নীতির কারণে পনবলির কুশীলবরা রেহাই পেয়ে যায় তার ফলে পনবলির ঘটনা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা (Definition of Social problems)

ক্লমার ও ফুসার মতে সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা :- ক্লমার ও ফুসার তাদের Movies Delinquency and Crime শীর্ষ গ্রন্থে সামাজিক সমস্যার অর্থ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। এই সমাজ বিজ্ঞানের মতানুসারে মানুষের বিশেষ ধরনের আচার ব্যবহার কাজকর্ম সামাজিক সমস্যার অন্তর্ভুক্ত সমাজের বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ সংশ্লিষ্ট আচার ব্যবহার ও কাজকর্মে সমাজে পক্ষে ক্ষতিকর বা সামাজিক রীতি–নীতির উলংগমন মনে করে এবং এ বিষয়ে সংশোধন মূলক উদ্যোগ আয়োজনে অভিপ্রেত ও সম্ভব মনে করা হয়। এই দুই সমাজ বিজ্ঞানী বলেছেন---- “social problems involve action are pattern of behaviour that are viewed by a substantial number of person in the society and being delirious to the society or in violation of societal norms and about which ameliorative action is seen as both possible and desirable”.

আহুজা :- অধ্যাপক আহুজার অভিমত অনুসার মাদকাসক্তি দুর্নীতি ও সাম্প্রদায়িকতা আলোচ্য সংজ্ঞা অনুযায়ী সামাজিক অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই সংজ্ঞা অনুসারে জনস্ফিতি সামাজিক সমস্যা হিসেবে পরিগনিত হতে পারে না। সমাজে এমন কিছু সমস্যার সৃষ্টি হতে দেখা যায় যা বিচ্ছেদ ব্যবহারে ফলশ্রুতি নয়। সমাজে স্বীকৃত ও প্রচলিত ব্যবহারের পরিণামে ও এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়। মার্টিন ও নিসবেট সামাজিক সমস্যা কে সামাজিক বলেছেন এই কারণে যে এগুলি মানবিক সম্পর্ক ও মানবিক সম্পর্কের নৈতিক পটভূমির সঙ্গে সংযুক্ত। আবার এগুলিকে সমস্যা বলা হয়, এই কারণে যে এগুলির হল অভিপ্রেত বিষয়াদির ধারাবাহিকতার উলঙ্গমন সমাজের স্বীকৃত নেয় নীতির বিচ্যুতি এবং সমাজের বিদ্যমান ধারা ও সম্পর্ক সমূহের অস্থিরতা।

সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ (Types of Social problems)

প্রাকৃতিক সমস্যা সমূহ :- প্রাকৃতিক সমস্যা সমূহ সমাজের উপর প্রতিকূল প্রভাব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কিন্তু এই সমস্ত সমস্যার মূল কারণসমূহ মূল বোধজনিত সংঘাতের উপর ভিত্তিশীল নয়। প্রাকৃতিক সমস্যার উদাহরণ হিসাবে বন্যা খরা মন্বন্তর প্রভৃতির কথা বলা হয়।

উন্নতি সাধক সমস্যা সমূহ :- এ জাতীয় সামাজিক সমস্যার ফলাফল সম্পর্কে সকলের মধ্যে সহমত পরিলক্ষিত হয়।। কিন্তু সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমূহের সমাধানে ব্যাপারে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের সামাজিক সমস্যার উদাহরণ হিসাবে দারিদ্র অপরাধ প্রবণতা এইডস প্রভৃতির কথা বলা হয়।

নৈতিক সমস্যা সমূহ :- কিছু সামাজিক সমস্যা আছে যা নৈতিক প্রকৃতির। এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি প্রকৃত প্রসঙ্গে ঐক্যমত্তের অভাব পরিলক্ষিত হয়। নৈতিক সমস্যার উদাহরণ হিসাবে , জুয়া খেলা, বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতির কথা বলা হয়।

কেস ও সামাজিক সমস্যার প্রকারভেদ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন।

এই সমাজ বিজ্ঞানী চার ধরনের সামাজিক সমস্যা কথা বলেছেন। এই চার ধরনের সামাজিক সমস্যা হল -------

i. প্রাকৃতিক পরিবেশ।
ii. জনসংখ্যার প্রকৃতি বা বন্টন সম্মিত।
iii. দুর্বল সামাজিক সংগঠন সম্মত ।এবং
iv. সমাজের মধ্যে সংস্কৃতি মূল বোধসমূহের মধ্যে সহজাত সম্মত।

প্রথম শ্রেণীর সামাজিক সমস্যা সমূহের মূল প্রাকৃতিক পরিবেশে কোন বা কিছু উপাদানের মধ্যে নিহিত থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্যা সমূহের মূল নিহিত থাকে সংশ্লিষ্ট জনসংখ্যার প্রকৃতি বন্টনের মধ্যে। তৃতীয় সমস্যা সমূহের সৃষ্টি হয় দুর্বল সামাজিক সংগঠন সূত্রে সমাজের মধ্যে

সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সময়ের ভিতরে সংঘাত থাকতে পারে। এই সংঘাত থেকেই সৃষ্টি হয় চতুর্থ শ্রেণীর সমস্যা সমূহের সমাজবিজ্ঞানী কেস প্রকৃতপক্ষে উদ্ভবগত বিচারে চার শ্রেণীর সামাজিক সমস্যার কথা বলেছেন।

পণপ্রথার সংজ্ঞা (Definition of Dowry Custom)

যৌতুক বা পন হল কন্যার বিবাহ পিতা-মাতার সম্পত্তির হস্তান্তর প্রক্রিয়া।'যা' ধাতু থেকে নিস্পতন 'যুত' শব্দের অর্থ যুক্ত অর্থ হলো পাত্র-পাত্রীর যুক্ত হওয়ার সময়ে অর্থাৎ বিয়ের সময় পাত্রীর জন্য যা কিছু মূল্যবান সামগ্রী দেওয়া হয় তা যৌতিক, সাধারণ অর্থে যৌতুক বলতে বিয়ের সময় বরকে কোণের অভিভাবক কর্তৃক প্রদেয় ও অর্থ বা মূল্যবান সামগ্রীকে বুঝায়। এছাড়া বর কনের আত্মীয় অবগত অতিথিরা সাধারণত স্বেচ্ছায় নব দম্পতিকে দিয়ে থাকেন যা তারা তাদের নতুন সংসারে সুবিধামতো ব্যবহার করতে পারে। হিন্দু আইনে যৌতিককে নারীর সম্পত্তির উৎস বলা হয় এতে তার নিরসকূল অধিকার স্বীকৃত; হিন্দু সমাজে নারীরা পুরুষদের মতে একইভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত না। তাই অনেক আগে থেকে হিন্দু সমাজের নারীদেরকে বিয়ের সময়ে যৌতুক দেবার প্রচলন ছিল পরিক্রমে তা বিয়ের পর হিসাবে অভিভূত হয়।

পণপ্রথার ইতিহাস (History of Dowry Custom)

মনুষ্য-জীবনে বিবাহ একটি সামাজিক বিধান। ব্যক্তি ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়নে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ-সাধনই এর মূল উদ্দেশ্য। আর পণপ্রথা হল হৃদয়হীন সমাজের নির্লজ্জ নারীপীড়নের অন্যতম হাতিয়ার। নারীর এই অধিকার হরণের চিত্র সর্বযুগের নয়। এই ঘৃণ্য মানসিকতার পরিচয় আছে ঋকবেদে কক্ষীবানের কন্যা-সম্প্রদানের ঘটনায়, মহাভারতে সুশ্রুত উপাখ্যানে। আমাদের বঙ্গভূমিতে রাজা বল্লাল সেনের আমল থেকে কৌলিন্য প্রথার ফলে কুলীন পাত্রের চাহিদা বিয়ের বাজারে বেড়েছিল অস্বাভাবিক রকম। কন্যা অরক্ষণীয়া হওয়ার আগে পাত্রস্থ করে সামাজিক নিপীড়ন থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইতেন পিতা-মাতা। মোটা অর্থ প্রাপ্তির চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ছাতনা তলায় টোপর মাথায় দাঁড়াতেন কুলীন বংশীয় তনয়। এ হল আমাদের পণ ও যৌতুক প্রথার ইতিহাস।

১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধক আইন অনুসারে "প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যদি কোন পক্ষ অপর পক্ষকে বিয়ের আগে-পরে-চলাকালীন যে কোন সময় যে কোন সম্পদ বা মূল্যবান জামানত হস্তান্তর করে বা করতে সম্মত হয় সেটাই যৌতুক বলে বিবেচ্য হবে।" তবে বিয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নন এমন কেউ ৫০০ টাকা বা তার চেয়ে কম মূল্যমানের কোন বস্তু উপহার হিসাবে কোন পক্ষকে দিলে তা যৌতুক হিসাবে বিবেচিত হবে না। তবে বিয়ের শর্ত হিসাবে এই সমপরিমান কোন কিছু আদান প্রদান করলে তা যৌতুক হিসাবে বিবেচিত হবে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ অনুসারে বিয়ে স্থির থাকার শর্ত হিসাবে বা বিয়ের পণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থ বা প্রদান করা হবে এই মর্মে কোন শর্ত যে কোন সম্পদকে যৌতুক হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিয়ের ক্ষেত্রে বিয়ের মোহরানা যৌতুক হিসাবে বিবেচিত হবে না। প্রচলিত আইনে যৌতুক দেয়া বা নেয়া

উভয়ই শাস্তীযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। অপরাধ প্রমাণিত হলে এক থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল বা জরিমানা অথবা উভয় দন্ড হতে পারে। যৌতুক দাবী করার জন্যও একই সাজা হতে পারে। বাংলাদেশের সমাজে যৌতুকের জন্য নারীর প্রতি অসম্মান ও অত্যাচারের অনেক ঘটনা ঘটে। এমনকি যৌতুকের দাবীতে স্বামী বা তার আত্মীয় স্বজনদের দ্বারা অত্যাচারের পর হত্যাকান্ডের ঘটনাও বিড়ল নয়।

পনপ্রথার বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

অধ্যাপক আহুজা পনবলির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। এ বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

১। পনবলির শিকার প্রায় সত্তর শতাংশই ২১ থেকে ২৪ বছর বয়সের মধ্যে। এই বয়সের মেয়েরা শারীরিক, সামাজিক ও মানসিকভাবে পরিপক্ক।

২। নীচু জাতের থেকে অপেক্ষাকৃত উঁচু জাতের মধ্যেই এই সমস্যার আধিক্য বর্তমান।

৩। নিম্নশ্রেণীর বা উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের থেকে মধ্যশ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে এই সমস্যার শিকারের হার অধিক।

৪। বধূ হত্যার ক্ষেত্রে পরিবারের গঠন-বিন্যাসের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

৫। হত্যা বা আত্মহত্যার আগে হতভাগিনীর উপর নানা ধরনের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও পীড়ন পরিচালিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে উভয় পরিবারের সীমাবদ্ধতাই প্রকট হয়ে পড়ে।

৬। সংশ্লিষ্ট গৃহবধূর লেখাপড়ার মান এবং পরের কারণে তার উপর অত্যাচার-পীড়নের কোন সম্পর্ক নেই।

১.১ বিষয় নির্বাচন (Statement of Problems)

আমাদের দেশে গত দেড় দশক আগেও যৌতুক বলতে সাধারণত বুঝাতো মেয়ে-জামাইকে বিয়েতে নগদ কিছু টাকা, খাট-বিছানা, গহনা দিয়ে মেয়েকে সাজিয়ে দেওয়া। এখন এগুলোতো আছেই- টিভি, ফ্রিজ, মোটর সাইকেল চাওয়াও স্বাভাবিক হয়ে গেছে। উচ্চবিত্তদের চাহিদা আরো ব্যাপক। নিম্নবিত্ত পরিবারের বেকার যুবকেরা চাকরি, বিদেশে যাওয়ার খরচ, ভবিষ্যৎ সংসার জীবনের অনেক কিছুই যৌতুক হিসেবে আদায় করে। বাংলাদেশের মেয়েদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণে মেয়েরা বয়স্ক হলেই তাদেরকে পাত্রস্থ করতে হয়। যৌতুকের শক্ত খুঁটি সেই খানেই। সেই খুঁটির জোরে পাত্রপক্ষ ইচ্ছামতো যৌতুক আদায় করে। পাত্রীর অভিভাবকের সামর্থ্য বিচার এক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না । যৌতুক যারা দেয়, তাদের প্রধান উদ্দেশ্য মেয়েকে সুখী করা। আর যারা নেয় তাদের লক্ষ্য হলো বিনা শ্রমে কিছু পয়সাকড়ি হাতিয়ে নেওয়া। যৌতুকের জন্যই সংসারে পুত্র এবং কন্যা সন্তানের প্রতি বৈষম্য নেমে এসেছে।

পাত্রের অর্থনৈতিক দুরবস্থা যৌতুক দাবির অন্যতম কারণ। অনেক পাত্রই বিয়ের সময় যৌতুক দাবি করে এ কারণে যে, যৌতুক গ্রহণের মাধ্যমে সে হয়তো আর্থিকভাবে বেশ খানিকটা লাভবান হবে, যা তার আর্থিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের পথে হবে বেশ সহায়ক। যারা আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে যৌতুক দাবি করে তারা সাধারণত নগদ অর্থ দাবি করে। আমাদের সমাজ আজ বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের অভিশাপে অভিশপ্ত। এমতাবস্থায়, বিয়ের যেসব পাত্র নগদ আর্থিক টানপোড়নের মধ্য দিয়ে দিন কাটায়, তারা বিয়ের সময় যৌতুক দাবির মাধ্যমে দারিদ্র্য ঘুচাতে তথা আর্থিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের প্রচেষ্টা চালায়। বাংলাদেশের সমাজে এমন উদাহরণের অভাব নেই, যেখানে দরিদ্র,

বেকার অথবা অল্প আয়ের লোক শ্বশুরের অর্থে দারিদ্র্য ঘুচিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা হতে বাধ্য হয়েছে।

১.২ পুস্তক পর্যালোচনা (Review literature)

1) ২০০৬ সালে অনাদিকুমার মহাপাত্র ভারতের সামাজিক সমস্যা নামক একটি গ্রন্থ পুস্তক রচনা করেন। তিনি তার এই বইটিতে পণপ্রথা যৌতুক বিবাহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।
2) ২০০১ সালে ডাক্তার অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী ভারতের সামাজিক সমস্যার প্রেক্ষাপটে মূল কৃতিত্ব বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেছেন তিনি ও পণপ্রথা নিয়ে আলোচনা করেছেন।
3) D.R আহুজা রাম ১৯৯৭ সালে social problem in India নামক এই English বই ও Book থেকে Dowry system নিয়ে মূল কিত্ত বক্তব্য রেখেছেন।
4) ডা: সুব্রত সেট সতীপ্রিয়ার ও পন্নাতা বইতে উভয়ের থেকে ও পনপ্রথা আইন নিয়ে বিস্তারিত আলোচ্য করেছেন।

এছাড়া ও অনেক সমাজসেবক তো লেখক কবি Social geast সবই পণপ্রথা অর্থাৎ Dowry নিয়ে আলোচনা করেছেন।

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

বর্তমান সমাজের পরিচিত নাম 'পণপ্রথা' । এটি অতপ্রাত ভাবে জড়িয়ে আছে বিবাহ নামক সামাজিক প্রকৃয়াটির সাথে। মনুষ্য সমাজে এটি প্রবর্তিত হয়েছিল মানুষের যৌনজীবন কে নিয়ন্ত্রনের জন্য। এটি আবার পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির সাথে খুব নিবীড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত, এককথায় বলা যায় পরিবার ও বিবাহ একে অপরের পরিপূরক। এই বিবাহ প্রকৃয়া বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। বিবাহের উদ্দেশ্য, কার্যকারিতা ও গঠন সমাজে পরিবর্তিত হতে পারে। আর এই বিবাহ নামটির আগমনের সাথে সাথে পণপ্রথা বা যৌতুক শব্দটির আগমন ঘটে। এই পণপ্রথার সাংবিধানিক স্বীকৃতি নয়, তবুও দেখা যায় যে কণ্যার পিতা-মাতা প্রচুর পরিমানে পণ দান করেন। এর কারন হিসাবে সমাজ বিজ্ঞানীগন মনে করেন যে, কণ্যার জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে এই ধরনের সম্পত্তি দান করেন। উদাহরন হিসেবে রাজপুত সম্প্রদায়র কথা বলা যায়;যারা বিবাহর পর পণস্বরুপ বহু পরিমান যৌতুক দান করেন। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অংশে এই ধরনের পণদান ও গ্রহণ আইনি স্বীকৃত না হলেও সমাজে স্বীকৃত ও বহুল প্রচলিত। শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মের অভ্যান্তরেই নয় ভারতের খ্রিস্টান ধর্মেও এই প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণ ভারতে মর্যাদা প্রকাশের লক্ষ্যে খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ বিবাহে পণদান করে।

পণপ্রথা আমাদের সমাজে একটি অন্ধকার দিককে চিহ্নিত করে এবং এটি একটি জলন্ত বিষয়।বর্তমানে বহু শিক্ষিত পরিবারও এই প্রথার প্রচলনে দেখত পাওয়া যায়। নারীদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে এই পণপ্রথা। আমরা যদি আমাদের সমাজে এক কিছুটা বেরিয়ে বহিরাগত সমাজের দিকে চোখ রাখি তাহলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন সমাজে দেখতে পাবো যে সেখানে পণপ্রথার অস্থিত্বই নেই। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে পৌঁছেও আমরা আন্যান্য দেশে থেকে কতটা পিছিয়ে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদির দিকে আমরা দিনের পর দিন উন্নতি করলেও আমাদের চিন্তাভাবনার কোনো বিশেষ উন্নতি হয়নি। এই দিকে একজন প্রাচীন মানবের সাথে আমাদের কোনো পার্থক্য নেই।

FALSE CASES OF DOWRY & SEXUAL HARASSMENT

False Dowry Harassment Cases				False Sexual Harassment Cases			
States	2011	2012	2013	States	2011	2012	2013
Rajasthan	5,494	6,241	6,615	Andhra Pradesh	288	228	324
Andhra Pradesh	1,745	1,049	1,157	Haryana	17	16	31
Haryana	685	834	982	Kerala	18	16	11
Assam	655	376	83	Maharashtra	15	7	22
Bihar	141	570	695	Odisha	8	15	19
All India	**10,193**	**10,235**	**10,864**	All India	**386**	**339**	**482**
Total cases Investigated	92,610	1,03,848	1,12,058	Total cases Investigated	8,420	8,601	11,869

অর্থাৎ এই পণপ্রথা হলো নারী হত্যার অন্যতম পথস্বরূপ। এই পণ প্রথার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা এই প্রথা সংক্রান্ত যন্ত্রনায় বেশি ভুগছে, 'নিম্নবিত্ত পরিবারের মহিলাদের থেকে। অন্যথায় এই পণপ্রথার স্বীকার হয়ে থাকে এরকম মহিলাদের প্রায় ৭০ শতাংশ মহিলারা। যাদের বয়স হয় ২১-২৪ বছর। তারা শারিরীক ও মানসিক কোনো ভাবেই সাবলম্বী নয়। এই মহিলারা যারা পণপ্রথায় বলি হয়ে থাকে তারা তাদের মৃত্যুর আগে বহু অমানবিক অত্যাচারের স্বীকার হয়ে থাকে। যেমন গায়ে আগুন দেওয়া, খেতে না দেওয়া ইত্যাদি। সবশেষে বলতে পারি যে, এই পণপ্রথায় বলি মহিলাদের পরিবার তাদের মৃত্যুর জন্য বহুলাংশে দায়ী।

পণপ্রথার লেনদেন আমাদের সমাজে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করেছে, অনেকে মনে করে পাত্রের যোগ্যতা ও মর্যাদার মাপকাঠি। কে কতটা পণ পেল সেটাই যেন অনেকের দৃষ্টিতে পাত্রের যোগ্যতা ও মর্যাদার নির্নায়ক। এই কারনেই আমাদের সমাজে বিয়ে নামক সামাজিক প্রকৃয়াটি বর্তমানে একটি বিনিময় প্রথায় রূপান্তরিত হয়েছে। আমরা প্রচলিত কথায় বলে থাকি যে বিবাহ হল কম-বেশি স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যকার দ্বৈত সম্পর্ক যা মানুষের বংশ বিস্তারে বা সন্তান গ্রহণের পরও বজায় থাকে। কিন্তু এর বাস্তব রূপ কি এটাই? যাইহোক বিবাহ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে পণপ্রথার প্রসঙ্গটি আলোচনার পূর্বে ইতিহাস ও নৃবিঞ্জানের ধারায় চোখ ফেরালে দেখা যায় প্রাচীনকালে পণপ্রথা বা দান প্রথা আদিম অর্থনিতীর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সে সময়ে কোন বাড়িতে অতিথি এলে তাকে যৌতুক দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। তখন বিভিন্ন সমাজে দুটি গোষ্ঠীর

মধ্যে সন্ধি কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য মেয়ের বিয়ে দেওয়া হত। বিয়েতে কণ্যা এবং অর্ধেক রাজত্ব দানের রীতি চালু ছিল। প্রাগঐতিহাসিক যুগে ভারতীয় সমাজের রত্নালঙ্কার দাসদাসী, গরু, মহিষ, হাতি, প্রভৃতি যৌতুক দেওয়ার প্রথা ছিল। দীনেশ চন্দ্র সেন কর্তৃক সংগৃহীত ময়মনসিংহ গীতিকা, দেওয়াল, মদিনা এবং পুঁথিসাহিত্যে তার প্রমাণ মেলে।

Ram Ahuja তাঁর " Social problem in India "নামক গ্রন্থে "Dowry Death" সম্পর্কে বলেছেন "Dowry-death either by way of suicide by a harassed wife or murdur by the greedy husband and law have indeed become a cause of great concern for parents, legislators, police, courts and socity as a whole".

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study):

গবেষণার উদ্দেশ্য গুলি হল-

১. আমি এই গবেষণার মধ্যে জানতে চাইছি গ্রামের মানুষ পনপ্রথা বলতে কি বোঝেন।
২. গ্রাম্য লোকেদের কাছে পনপ্রথার সংজ্ঞাটি কিরকম।
৩. গ্রাম্য সমাজে পনপ্রথা এখনো চালু আছে কিনা।
৪. গ্রাম্য সমাজে পনপ্রথা চালু থাকলে কারো কোনো ত্রুটি।
৫. এবং এই পনপ্রথার ফলে সমাজে কি ধরনের কু-প্রভাব আছে।
৬. এই সমাজে কিভাবে পনপ্রথার প্রভাব ফেলেছে।
৭. পনপ্রথার জন্য কারা দায়ী ?
৮. পনপ্রথা সমাজে জলন্ত বিষয় হিসাবে দেখা হয় কিনা ?
৯. পন দিলে মেয়েরা বেশি মর্যাদা পায় কিনা ?

অধ্যয়নের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো কারণ পরিবর্তন এবং ধারাবাহিকতা মূল্যায়ন করা অতীত এবং বর্তমান সময়। অধ্যায়ন এলাকার যৌতুক কথা কিভাবে অনুসরণ করা হয় উপরোক্ত গবেষক পরিবর্তন খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। যৌতুক প্রথার পাশাপাশি ধারাবাহিকতা কি পরিবর্তন করা হয়েছে এবং কি এখনো আছে বর্তমানে দিনে অব্যাহত। গবেষক এর প্রধান অনুসন্ধান গুলি নিম্নরূপ হবে -------

1. যৌতুক প্রথার পরিবর্তন এবং ধারাবাহিকতা চিহ্নিত করা।
2. নির্দিষ্ট অধ্যায়ন এলাকার যৌতুক প্রথার কারণ খুঁজে বের করা।
3. যৌতুক প্রথা এবং এর পরিবর্তন সম্পর্কে মানুষের প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করা।
4. বিবাহের প্রকৃতি এবং পনের প্রকৃতি বিচার করা।
5. সমাজের বিবাহের পণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা।
6. অর্থ সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা।
7. মেয়েরা তাদের আত্মমর্যাদা সম্পর্কে কতখানি সচেতন এবং তার সাথে পণপ্রথার সম্পর্ক কি তা জানা।
8. পরিবারের অর্থনীতির ওপর পনের প্রভাব জানা।
9. সামাজিক সমস্যার হিসেবে পন সম্পর্কে এর ধারণা কি জানা।
10. পনের পরিবর্তিত রূপ এবং জন জীবনের আইন এর প্রভাব সম্পর্কে জানা।

১.৪ গবেষণার পদ্ধতি (Research methodology)

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী সামাজিক সমাজতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রীদের একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে হয়। ক্ষেত্র সমীক্ষা করার জন্য আমাদের কে একটি ক্ষেত্র বা গ্রাম নির্বাচিত করতে হয়। এই গ্রাম নির্বাচকের বিষয়টি সাধারণত আমাদের বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপিকা বিন্দগণ করে থাকেন বিভিন্ন সামাজতাত্বিক বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে, এ বছরও ব্যতিক্রম হয়নি।

ক্ষেত্র সমীক্ষার কাজটি শুরু করার পূর্বে আমাদের বিভাগের অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা বিন্দগন সমস্ত বিধি সম্মত উপায়ে সঠিক স্থান নির্বাচনের পূর্বে সংলগ্ন স্থানটিতে পরিদর্শন করে এবং সকল সামাজতাত্বিক দিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গুলোকে মাথায় রেখে। এবছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে পূর্বমেদিনীপুর জেলার চন্ডীপুর ব্লকের অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামটিতে সমাজতাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় আমাদের বিভাগে সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকা বিন্দগণ উল্লেখিত অঞ্চলটিতে মূল অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শুরু করার পূর্বে পাইলট সার্ভে করেছেন।

মুরাদপুর গ্রামে আমাদের সমাজতাত্বিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার কাজটিকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে ধরণের পূর্ব পরিকল্পনা করা দরকার এবং যে সকল আসবাবপত্র সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দরকার এবং কোন সময় ও কথা থেকে আমরা মুরাদপুর গ্রামের দিকে রওনা হব সেই বিষয়ে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত হওয়ার জন্য বিভাগীয় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা বিন্দগন একটি অনলাইন মিটিং এর আয়োজন করেছিল। এই মিটিংয়ে আমাদের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা নির্দেশ দিয়েছিলেন যে ক্ষেত্র সমীক্ষার অঞ্চলটিতে কিভাবে এবং কি ধরনের আচরণ আমরা উত্তর দাতাদের সাথে করবো। শুধু তাই নয় গবেষণালব্ধ প্রকল্পের কাজ

সম্পন্ন করার জন্য গবেষণা পদ্ধতি বা (research methodology) সম্পর্কে আমাদের বিষদে জানানো হয়েছিল।

এরপর ২০২৩ সালে ১১ ফেব্রুয়ারি সকাল 9:30 মিনিট নাগাদ আমরা সবাই বাসে করে ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ করার জন্য মুরাদপুর গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। অবশেষে সেখানে আমরা দুপুর 12 টা নাগাদ পৌঁছায়। মুরাদপুর গ্রামে এসে পৌঁছানোর পর দুপুরের খাওয়া দাওয়া করে যে যা রুমে চলে যায়।

এই গবেষণালব্ধ প্রকল্পটি মূলত দুই ধরনের তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এই দুই ধরনের তথ্য ও প্রাথমিক তথ্য (primary data)এবং গৌণ তথ্য (secondary data)। এই গবেষণালব্ধ প্রকল্পটির কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আমরা মুরাদপুর গ্রামে একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের আবাসিক রুমে ১১ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত থেকে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি।

পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি শীর্ষক বিষয়ে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমরা যে সকল সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছি সেগুলি হল প্রশ্নমালা(Questionnaire), তালিকা (Schedule), পর্যবেক্ষণ (observation) জীবন বৃত্তি (case study), এবং সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (Interview)। এছাড়াও আমরা case study বা জীবন বৃত্তি সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে নমুনা চয়ন (sampling) নামক সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছি। সমাজতত্ত্বের ছাত্র বা ছাত্রী হিসাবে আমরা সবাই জানি নমুনাচয়নের অনেক ভাগ রয়েছে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য এক্ষেত্রে আমরা উদ্দেশ্য মূলক নমুনা চয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করছি। আবার পক্ষান্তরে আমরা এটাও জানি যে

পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার অনেক ভাগ রয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমরা অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছি।

এছাড়া ও এ গবেষণামূলক প্রকল্পটির কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আমরা গৌণ তথ্যের সাহায্য নিয়েছি গৌণ দত্ত সংগ্রহ করার উৎস গুলি হল বিভিন্ন পুস্তক পুস্তিকা জার্নাল পেপার পত্রিকা ম্যাগাজিন লাইব্রেরী বিভিন্ন বক্তৃতা internet website , YouTube এবং অভিজ্ঞ ব্যাক্তির পরামর্শ ইত্যাদি।

সুতরাং এক কথায় এই গবেষণা লব্ধ প্রকল্পটির সম্পূর্ণরূপ দেওয়ার জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি তো উত্তরদাতা এছাড়াও অন্যান্য layman দের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

১.৫ অসুবিধা (disadvantage)

হলদিয়া সরকারি মহাবিদ্যালয় এর ষষ্ঠ সেমিস্টারে শিক্ষক ও শিক্ষিকা গৃহ বন্ধু বান্ধবীদের সঙ্গে, ১১ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ ই ফেব্রুয়ারি বিপর্যস্ত একটি গবেষণা করতে গিয়েছিলাম। পূর্বমেদিনীপুর জেলায় নন্দীগ্রামে চন্দ্রপুরের মুরাদপুরের সংলগ্ন একটি গ্রামে সেখানে গিয়ে আমি বেশ কিছু প্রশ্ন গবেষণাবাদীদের উদ্দেশ্যে রেখেছিলাম একটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে আমার গবেষণার মূলত প্রশ্ন ও উদ্দেশ্য ছিল পণপ্রথা ওপর গুরুত্ব দিয়ে।

আমি এই গ্রামে পন কথা বিষয়ের ওপর গবেষণা করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম অর্থাৎ এই গবেষণা বার করতে গিয়ে কিছু অসুবিধাতে পরেছিলাম।

প্রথমে বেশ কয়েকটি পরিবার থেকে কোনওরকম ভাবে সাহায্য পায়নি। আর সেই পরিবারগুলোতে সার্ভে করতে গিয়েছিলাম সেই গুলো থেকে পুরোপুরি উত্তর পাইনি। আমি কিছুটা পেয়েছিলাম তার পরের দিন আমরা যখন আবার আমাদের সার্ভিস জন্য বেরিয়েছিলাম সবার প্রথম মানুষজনকে ভালোভাবে ব্যাপারটা বুঝিয়েছিলাম। বুঝানোর ফলে মানুষজন আমাদের সাথে ভালোভাবে কথাও বলেছে আর আমরা ভালোভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

❖ প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ (Analysis of Data)ঃ

ভূমিকাঃ

মুরাদপুর গ্রামটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর মহকুমার মধ্যে অবস্থিত। তমলুক এবং চণ্ডীপুর যথাক্রমে মুরাদপুর গ্রামের জেলা ও উপ-জেলা সদর। 2009 সালের পরিসংখ্যান অনুসারে, দিবাকরপুর হল মুরাদপুর গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েত।

সমস্ত বড় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য তমলুক মুরাদপুরের নিকটতম শহর, যা প্রায় 10 কিমি দূরে। মুরাদপুর এর নিকটতম বাসস্ট্যান্ড চণ্ডীপুর যার দূরত্ব ১ কিমি। এবং নিকটবর্তী রেল স্টেশন এর দূরত্ব হল ৪.৮৩ কিমি। এই গ্রামটিতে একটি মাত্র স্কুল আছে যার নাম বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ (উঃ মা) এবং একটি আশ্রম রয়েছে যার নাম বিবেকানন্দ লোকশিক্ষা মন্দির।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর মহকুমার মধ্যে অবস্থিত মুরাদপুর গ্রামটি থেকে ১১.২.২৩ থেকে ১৪.২.২৩ তারিখ পর্যন্ত পনপ্রথা বিষয়ে যে তথ্য গুলি সংগ্রহ করেছি এবার এই তথ্যগুলির বিশ্লেষণ নিম্নলিখিত আলোচনা হল-

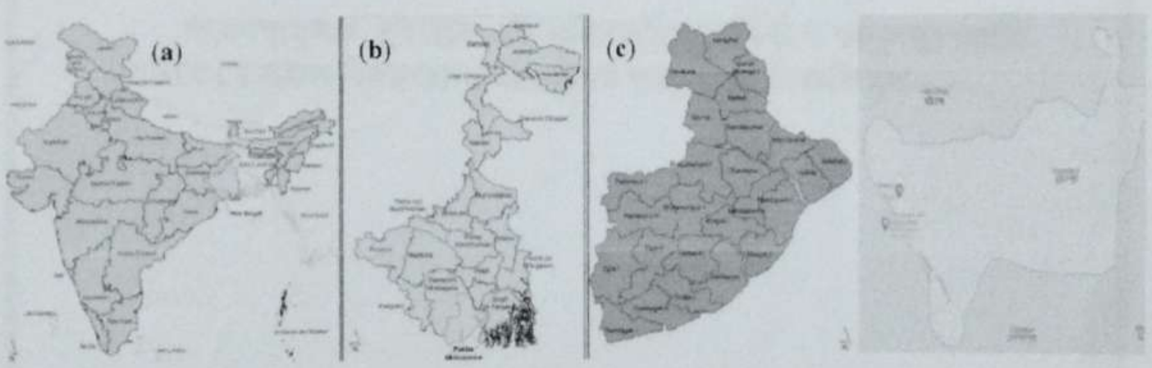

ভারত　　পশ্চিমবঙ্গ　　পূর্ব মেদিনীপুর　　মুরাদপুর

প্রাপ্ত তথ্য গুলির বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করা হলো

ভূমিকা (Introduction)

আমাদের গবেষণার জন্য আমাদের একটি ছোট্ট গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়, সেটিই হল মুরাদপুর। মুরাদপুর গ্রামটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চন্ডিপুর মহকুমার মধ্যে অবস্থিত। 2009 সালের পরিসংখ্যান অনুসারে দিবাকর পুর হল মুরাদপুর গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েত। এই মুরাদপুরের মোট জনসংখ্যা হল প্রায় 3753 জন। তমলুক এবং চন্ডিপুর যথাক্রমে মুরাদপুর গ্রামের জেলা ও উপজেলা সদর সমস্ত বড় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য তমলুক মুরাদপুরের নিকটতম শহর, যা প্রায় 10 কিঃমি দূরে অবস্থিত।

মুরাদপুর গ্রামটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চন্ডিপুর মহকুমার মধ্যে অবস্থিত। এই মুরাদপুর গ্রামের পিন কোড হল 721625 এই গ্রাম থেকে আমরা আমাদের গবেষণার তথ্য গুলি সংগ্রহ করেছি। এবার এই প্রাপ্ত তথ্য গুলির বিশ্লেষণ নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে----

গবেষণামূলক প্রবন্ধের এই অধ্যায়টিতে একজন অনুসন্ধানকারী হিসেবে যে সকল বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো সেগুলি হল-----

-:সারনী- 1:-

উত্তরদাতাদের সংখ্যা ও জনসংখ্যা

উত্তরদাতাদের সংখ্যা	মোট জনসংখ্যা
110	557

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মুরাদপুর গ্রামের যে অংশটির ওপরে আমি ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছিলাম, সেই অংশটি 110 জন মানুষকে প্রশ্ন করে জানা গিয়েছে যে ওই অঞ্চলটিতে মোট 557 জন মানুষ বসবাস করে।

-:সারনী- 2:-

-:উত্তরদাতার বয়স:-

বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার
15-25	15	13.64%
26-36	21	19.09%
37-47	34	30.91%
48-58	25	22.72%
59+	15	13.64%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

উপরিউক্ত সারণিতে উত্তরদাতার বয়সের ক্ষেত্রে মোট(N) হলো 110 জন উত্তরদাতাদের মধ্যে 15-25 উত্তরদাতার সংখ্যা হল 15(13.64%) জন, 26-36 উত্তরদাতার মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা হল 21 (19.09%) জন, 37-47 উত্তরদাতার মধ্যে উত্তর দাতার সংখ্যা হল34 (30.91%) জন, 48-58 উত্তরদাতার মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা হল 25 (22.73%) জন, 59+উত্তরদাতার মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা হল15 (13.64%) জন, এবং মোট 110 জনের 100%।

-:সারনী- 3:-

উত্তরদাতার জাতি

জাতি	সংখ্যা	শতকরা হার
SC	5	4.55%
ST	4	3.63%
OBC	2	1.82%
GEN	99	90%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

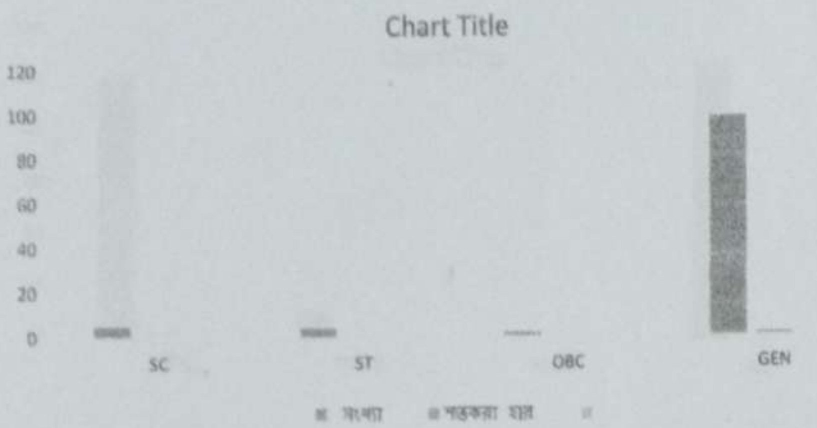

উপরিউক্ত সারণিতে উত্তরদাতার জাতির ক্ষেত্রে মোট(N) হলো 110 জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে SC উত্তরদাতার সংখ্যা হল 5(4.55%) জন, ST উত্তরদাতার মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা হল 4 (3.64%) জন, OBC উত্তরদাতার মধ্যে উত্তর দাতার সংখ্যা হল 2 (1.82%) জন, এবং GENERAL উত্তরদাতার মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা হল 99 (90%) জন, এগুলি উপরিউক্ত সারণী থেকে কিছু তথ্য; যেগুলি আমরা চন্ডিপুর মহকুমার মধ্যে অবস্থিত মুরাদপুর গ্রামটি থেকে নেওয়া।

-:সারনী- 4:-

উত্তরদাতার ধর্ম

ধর্ম	সংখ্যা	শতকরা হার
হিন্দু	100	90.91%
মুসলিম	10	9.09%
অন্যান্য	0	0%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

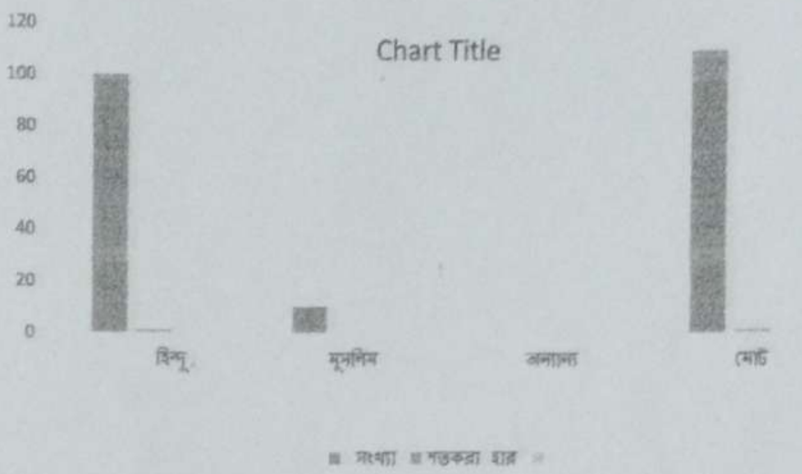

উপরিউক্ত সারণিতে উত্তরদাতার ধর্মের ক্ষেত্রে মোট(N) হলো 110 জন । উত্তরদাতাদের মধ্যে হিন্দু উত্তরদাতার সংখ্যা হল 100(90.90%) জন, মুসলিম উত্তরদাতার মধ্যে উত্তরদাতার সংখ্যা হল 10(9.09%) জন, অন্যান্য উত্তর দাতার সংখ্যা উপরিউক্ত সারণীতে নেই।

-:সারনী- 5:-

উত্তরদাতার পেশা

পেশা	সংখ্যা	শতকরা হার
চাকরি	15	13.64%
কৃষিকাজ	42	38.18%
দিনমজুর	20	18.18%
ব্যাবসা	16	14.55%
অন্যান্য	17	15.45%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

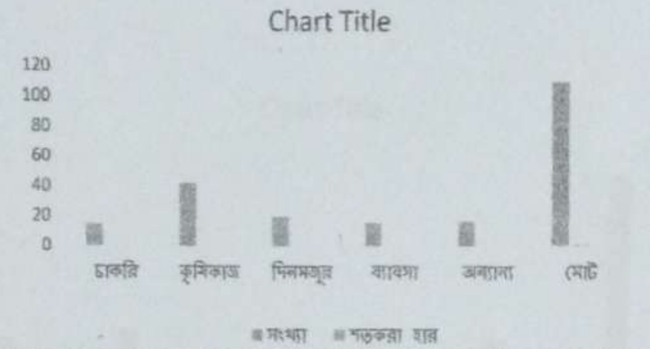

উপরই তো সারণিতে উত্তরদাতার পেসার ক্ষেত্রে মোট(N) হল 110 জন এর মধ্যে চাকরি উত্তরদাতার সংখ্যা হলো ১৫ (13.64%)জন কৃষিকাজ উত্তরদাতার সংখ্যা হল 42(38.18%) জন দিনমজুর উত্তরদাতা সংখ্যা হল 20(18.18%) জন ব্যবসা উত্তরদাতার সংখ্যা হল ১৬(14.55%) জন অন্যান্য উত্তরদাতার সংখ্যা হল ১৭(15.45%) জন|

-:সারনী- 6:-

উত্তরদাতার উপার্জন

উপার্জন	সংখ্যা	শতকরা হার
40- এর নিচে	23	20.91%
40 ,000-60 ,000	28	25.45%
61 ,000-81 ,000	07	6.36%
82 ,000-1,00,000	27	24.55%
1,00,000- এর উপরে	25	22.73%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

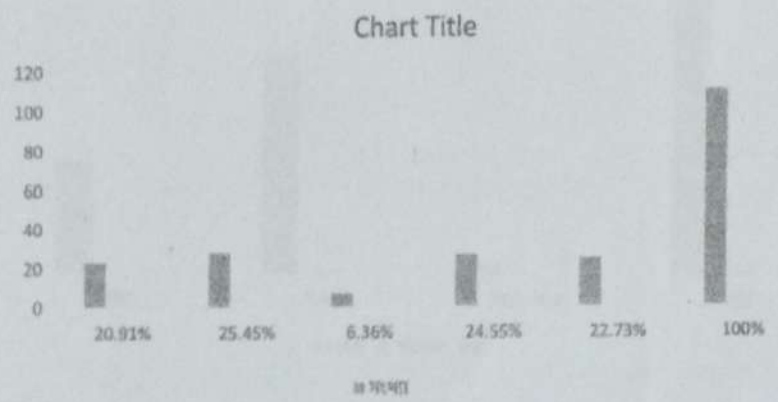

উপরিক্ত সারণীতে উত্তর উপার্জনের ক্ষেত্রে মোট(N) হলো 110 জন।এর মধ্যে 40 এর নিচে উত্তর দাতার সংখ্যা হল 23(20.91%) জন, 40,000 - 60,000 উত্তরদাতার সংখ্যা হল 28 (25.45%)জন, 61000 - 81000 উত্তর দাতার সংখ্যা হল 7(6.36%) জন, 42000-100000 উত্তর উত্তর দাতার সংখ্যা হল 25(22.73%)জন। দাতার সংখ্যা হল27(24.55%) জন, 100000- এর উপরে উত্তর দাতার সংখ্যা হল 25(22.73%)জন|

-:সারনী- 7:-

উত্তরদাতার বাড়ির ধরন

বাড়ির ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
কাঁচা	36	32.73%
পাকা	70	63.63%
সেমি পাকা	4	3.64%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

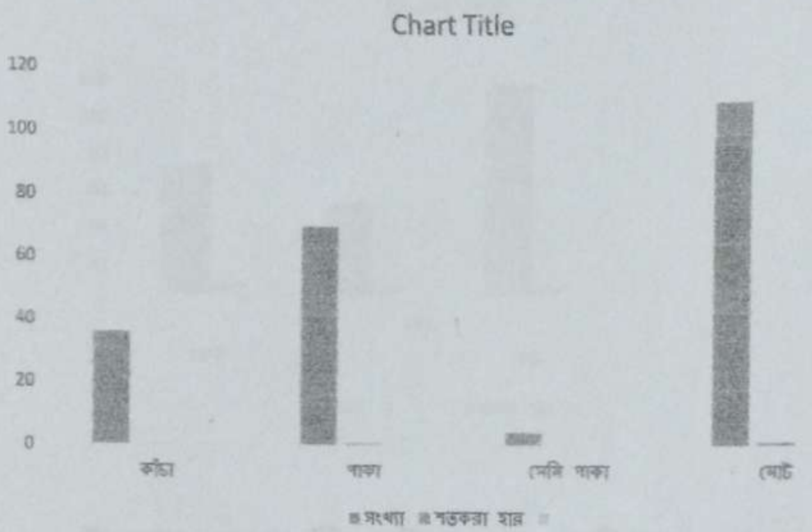

উপরিক্ত সারণিতে উত্তরদাতার বাড়ির ধরণের ক্ষেত্রে মোট (N)হল 110 জন।এর মধ্যে কাঁচা বাড়ি উত্তরদাতার সংখ্যা হল 36(32.73%)জন, পাকা বাড়ি উত্তরদাতা সংখ্যাগুলো 70(63.63%) জন, সেমি পাকা বাড়ির সংখ্যা হল 4(3.64%) জন|

-:সারনী- 8:

উত্তরদাতার পরিবারের ধরন

পরিবারের ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
একক	65	59.09%
যৌথ	45	40.91%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

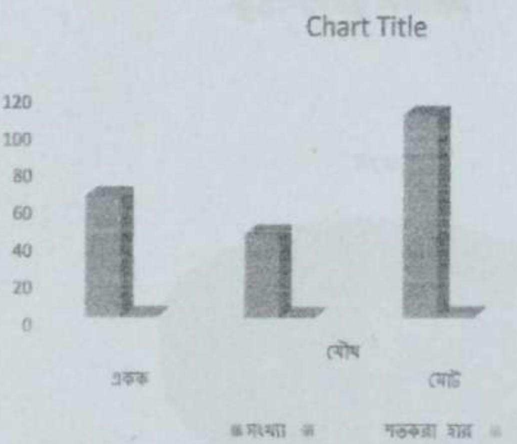

উপরের তো সরণিতে উত্তরদাতার পরিবারের ধরণের ক্ষেত্রে মোট (N) হল 110 জন। এর মধ্যে একক পরিবার উত্তর দত্তর সংখ্যা হল 65(59.09%) জন, যৌথ পরিবার উত্তর দাতার সংখ্যা হল45(40.91%) জন। এগুলি উপরিউক্ত সারণী থেকে কিছু তথ্য; যেগুলি আমরা চন্ডিপুর মহকুমার মধ্যে অবস্থিত মুরাদপুর গ্রামটি থেকে নেওয়া।

-:সারনী- 9:-

উত্তরদাতার শিক্ষা

শিক্ষা	সংখ্যা	শতকরা হার
Illiterate	11	10%
I - V	30	27.27%
V- XI	45	40.90%
XI-XII	15	13.64%
BA+	9	8.19%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

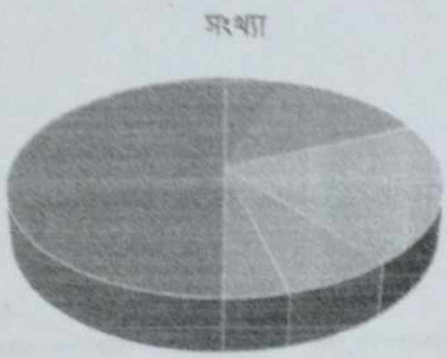

উপরিউক্ত সারণিতে উত্তরদাতা শিক্ষার ক্ষেত্রে মোট (N) হল 110 জন। এর মধ্যে Illiterate উত্তরদাতা সংখ্যা হল 11(10%)জন, i - V উত্তর দাতার সংখ্যা হল 30(27.27%) জন, V- XI উত্তর দাতার সংখ্যা হল 45(40.90%) জন, XI-XII উত্তর দাতার সংখ্যা হল 15(13.64%) জন, BA+উত্তর দাতার সংখ্যা হল 9(8.19%) জন|

-:সারনী- 10:-

উত্তরদাতার যৌতুকের উপকৌশল

যৌতুকের উপকৌশল	সংখ্যা	শতকরা হার
গয়না	13	11.82%
আসবাবপত্র	19	17.27%
যানবাহন	0	0%
নগদ টাকা	32	29.09%
গৃহ পালিত পশু	0	0%
কিছু না নেওয়া	46	41.82%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

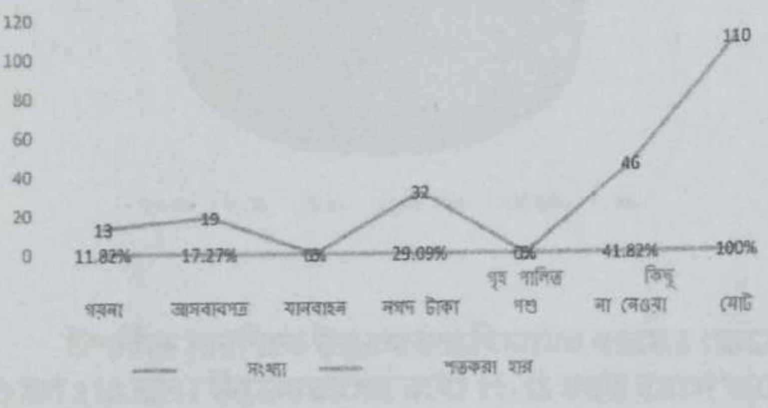

উপরিক্ত সারণীতে উত্তরদাতার যৌতুকের উপকৌশলের ক্ষেত্রে মোট (N) হল 110 জন উত্তরদাতার মধ্যে গয়না নিয়েছেন 13(11.82%) জন, আসবাবপত্র নিয়েছেন 19(17.27%) জন, যানবহন নিয়েছেন 0(0%)জন, নগদ টাকা নিয়েছেন 32(29.09%) জন, গৃহপালিত পশু নিয়েছেন 0(0%)জন, আর যারা কিছুই নেয়নি তারা হলেন 46(41.82%) জন।

-:সারনী- 11:-

উত্তরদাতার বিবাহের বয়স

বিবাহের বয়স	সংখ্যা	শতকরা হার
11_15	14	12.73%
16_20	61	55.45%
21_25	16	14.55%
25এর উর্ধ্বে	16	14.55%
অবিবাহিত	3	2.72%
মোট	110	100%

সূত্র:-ক্ষেত্র সমীক্ষা

উপরিক্ত সারণিতে উত্তরদাতার বিবাহের বয়সের ক্ষেত্রে মোট (N) হল 110 জন। উত্তরদাতাদের মধ্যে 11-15 বছর বয়সে যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের সংখ্যা হলো 14(12.73%) জন, 16-20 বছর বয়সে যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের সংখ্যা 61(55.45%) জন, 21-25 বছর বয়সে যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের সংখ্যা হলো 16(14.55%)জন,25- এর উর্ধ্বে বয়সই যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের সংখ্যা হলো 16(14.55%)জন,এবং অবিবাহিতের সংখ্যা হল 3(2.72%) জন|

উপসংহার(Conclusion)

গবেষণামূলক প্রবন্ধের এই অধ্যায়টিতে উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একজন অনুসন্ধানকারী হিসেবে আমি এ কথা বলতে পারি যে সমীক্ষিত গ্রামটিতে উত্তরদাতার সংখ্যা ও জনসংখ্যা, বয়স, জাতি, ধর্ম, পেশা, উপার্জন, বাড়িধরন, পরিবারেরধরন, শিক্ষা, যৌতুকের উপকৌশল, বিবাহের বয়স, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়

জীবন বৃত্তি

CASE STUDY- 1

নাম:- কাজল মাঝি।

বয়স:-45

জাতি:- জেনারেল।

ধর্ম:- হিন্দু।

শিক্ষাগত যোগ্যতা:- চতুর্থ শ্রেণী।

পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা:- 5 জন।

পরিবারের বার্ষিক আয়:- 20,000.

পেশা:- কৃষক।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামের কাজল মাঝি নামে এক মহিলার বাড়িতে পণপ্রথার বিষয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে জানতে পারলাম কাজল মাঝির পরিবারটি যৌথ পরিবার এদের পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা পাঁচ জন তার পরিবারের প্রধানকর্তা স্বামী প্রদীপ মাইতি তাদের বাড়ির ধরন হচ্ছে পাকা বাড়ির তারা পেশায় কৃষক 2000 সালে মাত্র ১৭ বছরের মধ্যে তিনি বিয়ে করেন। বিয়ের সময় উনার স্বামীর বয়স ২১ বছর। কাজল

মাঝি কে জিজ্ঞাসা করার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন যে আমার বিয়ের সময় পন দিতে হয়েছিল নগদ পাঁচ হাজার টাকা। বিয়ের পর পনের জন্য* তার উপর কোন অত্যাচার হয়নি তবে তিনি বলেন যে বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি কোন প্রথা কে একটি ঘৃণা চোখে দেখেন আর কোনভাবে সমর্থন করে না পণ প্রথা কে । আরো বলেন যে সম্পূর্ণভাবে পন দিতে না পারায় অনেকের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে। মাঝে একটি মেয়ে রয়েছে তিনি বলেন যে আমার মেয়ের বিবাহের সময় আমি কোন ভাবে ফোন দিতে রাজি নই কেনো না তিনি পণপ্রথা কে সমর্থন করে না সেই জন্য তার মেয়ের বিবাহের সময় তিনি কোনভাবে পন দিবে না, আর তিনি ফোন নেওয়া দেওয়ার পক্ষেও না। তিনি পণপ্রথা কে একটি ঘৃণা যুক্ত সামাজিক অভিশাপ বলে মনে করেন। কাজল মাঝি কি আমরা যখন শেষমেষ প্রশ্ন করি আমাদের সমীক্ষার জন্য যে আপনার কাছে পণপ্রথা দূর করার কারণ জানতে চাইলে আপনি কি বলবেন। তিনি তা মতামত দিলেন যে সর্বপ্রথম পণপ্রথা দূর করার জন্য সরকারি আইন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার না হলে এই প্রথা আজীবন চলতে থাকবে।

CASE STUDY- 2

নাম:-বুদ্ধ রানা।

বয়স:-37

জাতি:- মাহির্ষ্য

ধর্ম:- হিন্দু।

শিক্ষাগত যোগ্যতা:- অষ্টম পাস।

পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা:- 6 জন।

পরিবারের বার্ষিক:-19000

পরিবারের ধরন:-যৌথ।

পেশা:- বিড়ি তৈরি।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে পন প্রথার উপর একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম সেখানে বুদ্ধে রানা পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তারপর উনার সাথে আমরা কথোপকথন শুরু করলাম তাদের পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা 6 জন। স্বামী সুকুমার রানা তিনি পেশায় বিড়ি তৈরি করে খুবই গরীব পরিবার দিন কাজ করে দিন খায়। তাদের পরিবারটা হলো যৌথ পরিবার। তিনি বলেন যে তার ১৭ বছর বয়সে বিবাহ করে উনি যখন বিয়ে করে ১৭ বছর তখন তার স্বামীর বয়স ছিল 24 বছর। তিনি পণপ্রথা নিয়ে বললেন তাকে তার বিবাহের সময় কোনো রকম কোনো কিছু দিতে হয়নি। ছেলের পরিবার খুবই ভালো ছিল সেই জন্য মেয়ের বাড়ি থেকে বিভাস সময় কোন কিছু দিতে হয়নি। আর তিনি এটাও বলেন আমার স্বামীর সাথে খুব ভালো সম্পর্ক আছে। আর তিনি বলেন এই কথাটি যে বিয়ের সময় কিছু জিনিসপত্র না দেওয়ার কারণে জন্যে তাকে কোনদিনও কোন কথা শুনতে হয়নি এবং স্বামীর বাড়ির লোকজন খুবই ভালো বুদ্ধের একটি মেয়ে রয়েছে । আমার মেয়ের বিবাহের সময় আমি পন দেবে না, এক কথায় বলেন যে আমি পণ নেবো দেওয়ার পক্ষে নই। বিবাহ যেমন নিয়ম-কানুন থাকে আমি সবকিছু মেনে আমি আমার মেয়ের বিবাহ দেব। তিনি বলেন কোন কথার জন্য কোন কোন গরিব পরিবারের আর্থিক সংকটমোচন করে এমন কি পণপ্রথার জন্য কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করতে চাই না যদি বা কন্যা সন্তান হয়ে যায় সেই মেয়ের বাবা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ে। এইসব কারণে তিনি পণপ্রথাকে ঘৃণা যুক্ত সামাজিক অভিশাপ মনে করেন। পণপ্রথা দূর করা

যাবে এ বিষয়ে বুদ্ধের আনা তার পরামর্শ দেয় যে আগে নিজেদের কে সচেতনতা হতে হবে. আর সরকারীভাবে আইন ব্যবস্থা নেওয়া খুবই প্রয়োজনীয়।

CASE STUDY-3

নাম:-পূরণ চন্দ্র দাস।

বয়স:-50।

জাতি:-জেনাবেল।

ধর্ম:-হিন্দু।

শিক্ষাগত যোগ্যতা:- সপ্তম শ্রেণী।

পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা:- 2 জন বর্তমান।

পরিবারের বার্ষিক আয়:-60,000।

পরিবারের ধরন:-যৌথ।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামের পুরন চন্দ্র দাসের বাড়িতে আমরা একটি পণপ্রথা বিষয় নিয়ে ওদের বাড়িতে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম ওনার নাম পূরণ চন্দ্র দাস। বয়স 50 বছর বাবা-মা গরিব থাকার কারণে তিনি মাত্র সপ্তম শ্রেণী ক্লাস অব্দি পড়াশোনা করেছিল তার পর তিনি বিবাহ পিরিতে বসে যান । তিনি যখন বিয়ে করে তখন বয়স মাত্র ২৫ বছর, তিনি পেশায় রাজমিস্ত্রি হেল্পার তিনি পরিবারের প্রধান কর্তা।

বাড়িতে বর্তমান দুজন বসবাস করে, ছেলে কাজের সূত্রে বাড়ির বাইরে থাকেন। তার বউয়ের মল্লিকা চন্দ্র দাস তিনি বয়স ১৭ বছর। আমরা যখন পূরণ চন্দ্র দাসের বাড়িতে যাই তখন তার স্ত্রী ছিল না, সেই জন্য আমরা উনাকে আমরা প্রশ্ন করি পণ প্রথা বিষয় নিয়ে আর তিনি পণ প্রথা সম্পর্কে অবগত। উনার স্ত্রী বাড়ির লোকেদের কাছ থেকে বিয়ের সময় কোন কিছু টাকা পয়সা জিনিস ও নেইনি। পূরনচন্দ্র দাস কে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে আপনার বিবাহের সময় আপনি কোন কিছু জিনিসপত্র এবং টাকা-পয়সা আপনি নেননি তার জন্য কি আপনার স্ত্রী আপনার কাছে লাঞ্ছিত বঞ্চিত হয়েছিল নাকি। পুরান চন্দ্র দাস তখন জবাব দিল আমাদের যে আমি আমার স্ত্রীকে কোনদিনও পণ না নেওয়ার জন্য কোন ভাবে অত্যাচারিত হয়নি। তার একটি ছেলে আছে তার বিবাহের সময় কোনভাবে মেয়ে বাপের বাড়ি কাছ থেকে কোন নেবেন না এটা পূরণ চন্দ্র দাস জানাই, বরং সব কিছু নিয়ম মেনে তার ছেলের বিবাহ দেবে। তিনি পণপ্রথা বিষয়টিকে ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিশাপ বলে মনে করেন। পণ প্রথা দূর করা যাবে এই বিষয় তিনি মতামত করেন যে আগে নিজেদেরকে ঠিক হতে হবে সমাজের মানুষজনকে সচেতন হতে হবে

CASE STUDY -4

নাম:-পূর্ণিমা মাইতি।

বয়স:-47

জাতি:-জেনারেল।

ধর্ম:-হিন্দু।

শিক্ষাগত যোগ্যতা:-

পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা:-6 জন।

পরিবারের প্রধানকর্তা:- আলোক মাইতি।

পরিবারের বার্ষিক আয়:-30,000।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথার উপর একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম সেখানে পূর্নিমা মাইতি পরিবারের সঙ্গে কথা বললাম আর পূর্নিমা মাইতি পরিবারের মত সদস্য সংখ্যা ছয়জন আর পূর্নিমা মাইতি স্বামী একজন কৃষক তাদের পরিবারটা হলো যৌথ পরিবার তিনি বলেন যে তার আঠারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে তার স্বামীর বয়স ছিল ২৭ বছর বিয়ের সময় । তিনি পণ প্রথা নিয়ে বলেন তাকে কোন ফোন দিতে হয়নি আরো কোনো টাকা জিনিসপত্র দিতে হয়নি কারণ পূর্নিমা মাইতি বলেন তার বাপের বাড়ির লোকে খুবই গরীব ছিলেন। তাই তারা কিছু দিতে পারিনি তবে পরে বাবার বাড়ি লোকেরা জিনিসপত্র দিয়েছিল আর তার সঙ্গে তার স্বামীর খুবই ভালো সম্পর্ক আছে। তার উপর কোন অত্যাচার হয়নি বিয়ের দেওয়া নেওয়ার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানান যে পন দিলে মেয়েরা শশুর বাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয় তিনি বলেন তার যদি কোন সন্তান হয় তাকেও পন দিতে হবে।

CASE STUDY-5

নাম:-রীনা দাস।

বয়স:-40

জাতি:-জেনারেল।

ধর্ম:-হিন্দু।

শিক্ষাগত যোগ্যতা:- চতুর্থ শ্রেণী।

পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা:- 3 জন।

পরিবারের প্রধান কর্তা:- সৌমেন দাস।

পরিবারের বার্ষিক :-30,000।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে পন প্রথার ওপর আমরা একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে একটি রিনা দাস নামে একটি পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ হয়। ওনার বয়স ৪০ বছর শিক্ষাগত যোগ্যতা চতুর্থ শ্রেণী অব্দি তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা মাত্র তিনজন। পরিবারের প্রধান কর্তা সৌমেন দাস, তাদের পরিবারে ধরন যৌথ, ওভার স্বামী সৌমেন দাস রাজমিস্ত্রি কাজ করে বাড়ির সংসার চালান। তিনি মাত্র খুব অল্প পনেরো বছর বয়সে বিবাহ করে। তখন তার বয়স ছিল ২২, তিনি পণপ্রথা সম্পর্কে অন্তর্গত ছিলেন, কিন্তু তার বিয়ের সময় কোনওরকম পণ দিতে হয়নি। ইনাদের বাড়ির লোক (শ্বশুরবাড়ি) খুবই ভালো। বিয়ের পর তার স্বামীর সাথে খুব ভালো সম্পর্ক আছে আর পন না দিতে পারার জন্য যে বাড়িতে অশান্তি বা মারামারি বা শ্বশুরবাড়িতে বেশি মর্যাদা পায়নি। এইসব কথা তিনি বলেন যে ভুল, কেননা আমার মা বাবা কিছু দিতে পারেনি কিন্তু বিয়ের পর সবকিছু দিক থেকে তিনি সুখী আছেন। তিনি বলেন যে আমার কোন কন্যা সন্তান বা ছেলে হোক আমি ফোন নেবো আর দেবো না এক কথায় তিনি পণ নেবার পক্ষে নয়। আর তিনি এই পণপ্রথা কে একটি ঘৃণাযুক্ত সামাজিক অভিশাপ চোখে

দেখে। আর এই পণপ্রথা কে দূর করা যাবে তিনি তার মতামত আমাদের কাছে বললেন যে সর্বপ্রথম সমাজের মানুষজনকে সঠিক হতে হবে আর বিয়ের কোন কিছু দাবি করা যাবে না মেয়ের বাড়িতে খুশি হয়ে যেটা দিতে হবে সেটা কে মাথা পেতে নিতে হবে আর সরকারি আইন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার প্রয়োজন।

CASE STUDY -6

নাম :-তমালিকা দাস।

বয়স:-53

জাতি:- জেনারেল।

ধর্ম:- হিন্দু।

শিক্ষাগত যোগ্যতা:- উচ্চ মাধ্যমিক।

পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা:-4 জন।

পরিবারের প্রধান কর্তা:-আশিষ দাস।

পরিবারের বার্ষিক আয়:-60,000।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথা বিষয়ের ওপর একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে কিছু পরিবারের সঙ্গে আলাপ হয়। তমালিকা দাস নামে এক মহিলার বাড়িতে গিয়ে আমরা কথা বার্তা শুরু করলাম। তমালিকা

দাসের ৫৩ বছর বয়স, তিনি উচ্চ মাধ্যমিক অব্দি পড়াশোনা করেছেন। তারপর তিনি প্রাপ্য ২৬ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন। উনার স্বামীর বয়স তখন 30 বছর। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনার বিয়ের সময় কি আপনাদের পরিবার পণ দিয়েছিলেন । উনি বললেন যে আমার বিয়ের সময় কোন পণ্য দিতে হয়নি আরো বললেন আমার স্বামীর ঘরের প্রত্যেক জন খুবই ভালো, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম তমালিকা দাস নামে মানুষটিকে যে আপনার বিয়ের সময় আপনার ফ্যামিলি থেকে ফোন দিতে হয়নি। এরপর না দেওয়ার জন্য কে আপনাকে মারধর বা কম মর্যাদা পাচ্ছেন এমনটা কি? তিনি বললেন এই রকম কোন কিছু নয় যে ফোন দিতে পারলেন বেশি মর্যাদা আর দিতে না পারলে কম মর্যাদা, এরকম কিছুই নয়। তিনি এই পণপ্রথাকে কোনরূপভাবে সমর্থন করেন না বলে জানান। আর এটা ও বলেন যে ফোন দিতে না পারার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে এই কথাটা তিনি ভুল বলে জানান। তিনি বলেন যে আমার একটি মেয়েকে আমরা বিবাহ দিয়েছি আমাদের ফোন দিতে হয়নি। তিনি এই পণপ্রথা একটি ঘৃণা যুক্ত সমাজ অভিশাপ মনে করেন। আর এই পদপতাকে দূর করার জন্য সর্বপ্রথম সমাজের মানুষজন ঠিক হতে হবে।

CASE STUDY -7

নাম:- সরলা রানা।

বয়স:-38।

জাতি:- জেনারেল।

ধর্ম:- হিন্দু।

শিক্ষাগত যোগ্যতা:-অষ্টম শ্রেণী।

পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা:- 5 জন।

পেশা:- বিড়ি তৈরি করা।

বার্ষিক আয়:-10,000।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথাটির ওপর আমরা একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে সরলা রানা পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, জানতে পারলাম সরলা রানা পরিবার একক মোট সদস্য সংখ্যা পাঁচ জন তার পরিবারের প্রধান কর্তা তাপস রানা। তাদের বাড়ি পাকা আর পেশায় বিড়ি তৈরি করেন। তবে সরল রানা বলেন তার বিয়ে মাত্র ১৭ বছর বয়সে হয়েছিল বিয়ের সময় তার স্বামীর বয়স হয়েছিল ২৫ বয়স। সরলা রানা পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত, কিন্তু তার বিবাহ সময় পণ দিতে হয়েছিল (হাতে, কানে, আংটি সাথে নগদ ৬০০০ টাকা)। তার স্বামীর সাথে ভালো সম্পর্ক আছে বলে জানান। তার বিয়ের পর পনের জন্য তার ওপর কোনোভাবে অত্যাচার হয়নি। তার বাড়িতে পনের জন্য কোনওরকম সমস্যা হয়নি তিনি জানান। এমনকি ঘর সংসারে টুকিটাকি ঝগড়া হয়, আবার মিল বন্ধন হয়ে যায়। বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পণপ্রথা কে সমর্থন করে বলে জানান। পনপ্রথার জন্য কোনো কোনো পরিবার আর্থিক সংকট মোচন হয় বলে জানান। পণ দিলে মেয়েরা শশুর বাড়িতে বেশি মর্যাদা অধিকারী না বলে আর এই পন্ডিতে না পারার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে না। সরলা রানা বলেন আমার মেয়ে সন্তান হলে আমি পণ দেবো। আর তিনি নিজে পণ

দেওয়া ও নেওয়া পক্ষে। এই পণ প্রথার জন্য মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি বলেন এই পণপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পণপ্রথা কিভাবে দূর করা যাবে এই বিষয়ে সরলা রানা পরামর্শ দিলেন যে সব প্রথম আইন ব্যবস্থা সামাজিক সচেতনতা শিক্ষা ব্যবস্থা।

CASE STUDY -8

নাম:-সুনন্দা মাইতি।

বয়স:-51।

জাতি:-মাহির্ষ্য।

ধর্ম:-হিন্দু।

শিক্ষাগত যোগ্যতা:- কেমিস্ট্রি অনার্স।

পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা:-2 জন।

পরিবারের প্রধান:- চন্দ্রকনা মাইতি।

পেশা:-সরকারি কাজের সাথে যুক্ত।

পরিবারের ধরন:- যৌথ।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামের পণপ্রথাটির ওপর আমরা একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে সুনন্দা মাইতি নামে এক পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ হয়। সুনন্দা মাইতির পরিবারে সদস্য সংখ্যা মাত্র দুজন মা এবং

মেয়ে। মা হচ্ছে পরিবারের প্রধান কর্তা। তিনি এখনো অব্দি বিবাহ করেননি বলে জানান। তিনি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত। সমাজের পণপ্রথা দূর করা যাবে কিভাবে সেটা তিনি বলেন যে সচেতনতার মাধ্যমে।

CASE STUDY -9

নাম:-প্রতিমা ভৌমিক মাইতি।

বয়স:-25।

জাতি:- জেনারেল।

ধর্ম:-হিন্দু।

শিক্ষাগত যোগ্যতা:- উচ্চমাধ্যমিক।

পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা :-4 জন।

পরিবারের প্রধান কর্তা:- (শশুর মশাই) প্রশান্ত মাইতি।

পরিবারের বার্ষিক আয়:- 10,000।

পেশা:- চাষি।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথার ওপর একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে দেখলাম সেখানে প্রতিমা ভৌমিক মাইতি পরিবারের সঙ্গে কথা বললাম তাদের পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা চারজন। পরিবারের প্রধান কর্তা তার শ্বশুর মশাই প্রশান্ত মাইতি। তিনি ১৮ বছর বয়সে বিয়ে করে

তার বিয়ের সময় স্বামীর বয়স ছিল ২৫ বছর। তিনি পণপ্রথা সম্পর্কে অবগত। তিনি বলেন আমার বিয়ের সময় কোন পন দিতে হয়নি। স্বামীর ঘরের প্রত্যেক মানুষজন খুবই ভালো। তার স্বামীর সাথে ভালো সম্পর্ক।পণ না দেওয়ার কারণে যে বাড়িতে মারধর সেটা কোনদিনও আমার সাথে হয়নি। এই পণপ্রথার জন্য তিনি সমাজকে দায়ী করেছেন। আর বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে তিনি পণপ্রথাকে সমর্থন করেন না। কেননা পণপ্রথার জন্য কোন না কোন পরিবারে আর্থিক সংকট মোচন হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে পন না দিতে পারার কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে বলে তিনি জানান। তিনি বললেন যে আমার যদি মেয়ে সন্তান হয় তাহলে আমি দেবো না আর আমি পন নেওয়া দেওয়া পক্ষ নয়। এই পণপ্রথা দূর করার জন্য শিক্ষার বিস্তারের মাধ্যম দরকার আর সামাজিক সচেতনার মাধ্যমে প্রয়োজন।

চতুর্থ অধ্যায়

❖ সারাংশ ও উপসংহার (Substance & Conclusion)ঃ

আমি মুরাদপুর গ্রামের ওপর যে গবেষণা মুলক অনুসন্ধান করেছিলাম এই গবেষণা লব্ধ পধতিটি চারটি অধ্যায়ের মাধ্যমে সমাপ্ত করা হয়েছে। এই চারটি অধ্যায় হল-

প্রথম অধ্যায়, ভুমিকাতে সামাজিক সমস্যা এর প্রকারভেদ ও পণপ্রথা যে সামাজিক সমস্যা সেটি ওখানে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। এই বিষয়টি সামাজিক সমস্যা সেই দিকটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি। এর মধ্যে যে পয়েন্ট গুলো হাইলাইট করেছি। যেমন- বিষয় নির্বাচন, গবেষণার উদ্দেশ্য, পুস্তক পর্যালোচনা, গবেষণালব্ধ পদ্ধতি। এবং সর্বশেষে এই বিষয়টি সম্পর্কে যখন তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম তখন নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। সেই সমস্যাগুলিকে এখানে অসুবিধার মাধ্যমে উপস্থাপন করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়, যেখানে আমরা প্রশ্নমালা বা Questioner তৈরি করেছিলাম তাতে যে সকল Question ছিল সেই Question গুলো উত্তরদাতাকে করার সময় যে উত্তরগুলি সংগ্রহ করেছি সেগুলি ওখানে সারনির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে, আমি গভীরভাবে Study করেছি যা Case-Study বা জিবনবৃত্তি, আমি এখানে দশটি পরিবারের জীবনবৃত্তি তুলে ধরেছি। তাদের জীবনের প্রথম থেকে আমাদের গবেষণার দিন পর্যন্ত তার জীবনে যা যা ঘটেছে তা সমস্ত কিছুই গভীরভাবে Case-Study এর মধ্যে তুলে ধরেছি। এখানে আমি একটি মানুষের সাথে অপর মানুষের জীবনের মধ্যে পার্থক্য দেখেছি। সবার জীবন যে একই রকম তা কিন্তু নয়।

সারসংক্ষেপ ও উপসংহার হল চতুর্থ অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

উপসংহারে যে সমস্ত বিষয়গুলি আমরা আলোকপাত করেছি তার মধ্যে অন্যতম হল পনপ্রথার কারন ও ফলাফল। গবেষণা করে যে তথ্যগুলো পেয়েছি সে তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে বুঝতে পেরেছি সেই কারন গুলোর জন্য পণপ্রথা এখনও রয়েছে। যেমন একটি কারন হল, "সৌন্দর্যের অভাবে "; কোন ও মেয়ে দেখতে খারাপ হলে তার সহজে বিয়ে হতে চায় না। তাই অতিরিক্ত মাত্রায় পন দিয়ে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সেখানেই আমি থেমে থাকিনি পনপ্রথার যে বিভিন্ন রকমের প্রভাব দেখা যায় সেই প্রভাবগুলো গ্রামে কিছু কিছু মানুষের মধ্যে দেখা গেছে। তা খোঁজার চেষ্টা করেছি।

উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি পণপ্রথা একটি সামাজিক কু-প্রথা। এই সামাজিক কু-প্রথা কে বন্ধ করার জন্য একজন সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকারী হিসেবে আমি মনে করি যে এই কু-প্রথা কে বন্ধ করার জন্য নিম্নলিখিত উপায় গুলি অবলম্বন করা উচিত বলে আমার মনে হয়েছে।

১) মেয়েদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করা উচিত।

২) সরকারের এগিয়ে আসা উচিত।

৩) সামাজিক সচলতা জানানো উচিত।

৪) পনপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

৫) সামাজিক সচলতা মূলক কর্মশালা, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে বেশী বেশী আয়োজন করতে হবে।

৬) যৌতুক না দিয়ে বিবাহ করা উচিত।

পণপ্রথা যে একটি সামাজিক ব্যাধি এটি সার্বজন বিহিত। এবং মুরাদপুর গ্রামে পণপ্রথা নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে আমিও ব্যর্থ হয়েছি যে পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। এই সামাজিক ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদেরকে সচেতন হতে হবে, শুধু আমাদেরকে সচেতন হলে হবে না, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ক্লাব, সভা, সমিতি, মহিলা সমিতি, সংগঠন এবং সর্বোপরি সরকার পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ এবং আমাদের জনপ্রতিনিধিদের এগিয়ে এসে সচেতনতার শিবির তৈরি করতে হবে। যাতে মানুষ পণপ্রথার খারাপ দিকগুলো জানতে পারে এবং পণপ্রথার খারাপ প্রভাব আমাদের জীবনে পড়লে জীবন নষ্ট হয়ে যাবে বা সমাজ নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং এক কথায় সমাজকে রক্ষা করতে গেলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা শিবির তৈরি করতে হবে। এবং এই সচেতনতা শিবির তৈরি করার জন্য বিভিন্ন সংগঠনগুলোকে সাদরে আমন্ত্রণ করতে হবে। এবং তাদেরকে সইচ্ছায় এগিয়ে আসতে হবে।

পরিশিষ্ট
(Appendix)

GPS Map Camera
null
12/02/23 10:10 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Nankar Chak, West Bengal, India
3WH2+W5C, Nankar Chak, West Bengal
721625, India
Lat 22.081188°
Long 87.899982°
12/02/23 04:12 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
null
12/02/23 09:02 AM GMT +05:30

GPS Map Camera
Muradpur, West Bengal, India
3WJ3+96P, Muradpur, West Bengal
721625, India
Lat 22.082266°
Long 87.901794°
12/02/23 04:24 PM GMT +05:30
Google

HALDIA GOVERNMENT COLLEGE

হলদিয়া সরকারী মহাবিদ্যালয়

সমাজতত্ত্ব বিভাগ

প্রশ্নতালিকা (Schedule)

বিষয় : পনপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি

[Dowry as a Social Problem]

---

১) নাম :

২) বয়স :

৩) জাতি :

৪) ধর্ম :

৫) শিক্ষাগত যোগ্যতা :

৬) পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা :

৭) পরিবারের প্রধান কর্তা :

৪) পরিবারের বার্ষিক আয় :

৯) বাড়ি : ১) কাঁচা ☐
২) পাকা ☐

১০) পেশা :

১১) পরিবারের ধরণ : ১) যৌথ ☐
২) একক ☐

১২) আপনার কত সালে বিয়ে হয়েছে ?

➡

১৩) আপনার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে ?

➡

১৪) আপনার স্বামী / স্ত্রীর বিয়ের সময় কত বছর বয়স ছিল ?

➡

১৫) পনপ্রথা সম্পর্কে আপনি কি অবগত :

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

১৬) আপনার বিয়েতে কি পন দিতে হয়েছিল ? যদি হয় তাহলে কি কি ?

➡

➡

১৭) আপনার বাবার বাড়ির লোকেরা কি ভাবে পন দিয়েছিল ?

১) নগত টাকা ☐

২) জিনিসপত্র ☐

৩) উভয়ই ☐

১৮) আপনার সঙ্গে আপনার স্বামীর সম্পর্ক কি রকম ?

➡

১৯) বিয়ের পর পনের জন্য আপনার বাবার বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়েছিল ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

২০) পনের জন্য আপনার বাবার বাড়িতে কোনো সমস্যা হয়েছিল ? যদি হয়ে থাকে তবে কি রকম সমস্যা হয়েছিল ?

➡

➡

২১) পরিবারের মধ্যে আপনি যে অত্যাচারিত হচ্ছেন তার ধরনবলী কীরকম ?

৩) শারিরিক ☐

২) মানসিক ☐

৩) উভয়ই ☐

২২) যদি আপনার অপর অত্যাচার হয়ে থাকে তাহলে কারা করেছিল ?

➡

২৩) যদি আপনার অপর অত্যাচার হয়ে থাকে, তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ স্বরুপ কোনো পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছিল ? যদি হয়ে থাকে তাহলে কি রকম ?

➡

➡

২৪) পনের জন্য এখনো কি আপনাকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ?

➡

২৫) আপনার মতে পনপ্রথার জন্য কারা দায়ী ?

➡

২৬) বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে আপনি কি পনপ্রথাকে সমর্থন করেন ?

১) হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

২৭) আপনার কি মনে হয় পনপ্রথা কোনো পরিবারের আর্থিক সংকট মোচন করে ?

১) হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

২৮) পন দিলে কি মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয় ?

১) হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

২৯) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ পন দিতে না পারার কারনে বিবাহ বিচ্ছেদ কি বাড়ছে ?

১)হ্যাঁ ☐ 2) না ☐

৩০) আপনার মেয়ে সন্তান হলে আপনি কি পন দেবেন?

১)হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩১) আপনার মেয়ের বিয়ে কত বছর বয়সে দেবেন ?

➡

৩২) আপনার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় আপনি কি সতর্কতা অবলম্বন করবেন?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৩) কি ভাবে সমাজে পনপ্রথা দূর করা যাবে ?

১) শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে ☐

২) জনমত গঠনের মাধ্যমে ☐

৩) যৌতুক বিহীন বিবাহের মাধ্যমে ☐

৪) সচেতনতার মাধ্যমে ☐

৩৪) আপনার মতে পনপ্রথা কি একটি ঘৃনাযুক্ত সামাজিক অভিষাপ ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৫)পনপ্রথা কি একটি জলন্ত বিষয় ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৬) আপনি কি মনে করেন অতিরিক্ত জনসংখ্যা, অশিক্ষা, দারিদ্রতা পনপ্রথার একমাত্র কারন ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৭) আপনি কি পন দেওয়া ও নেওয়ার পক্ষে ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৮) আপনি কি মনে করেন পনপ্রথার জন্য বাবা/মায়েরা মেয়ের জন্ম দিতে চায় না ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৩৯) পনপ্রথা কি মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪০) সরকারের কি পনপ্রথার বিরুদ্ধে আইনি ব্যাবস্থা নেওয়া উচিত ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪১) আপনি বিয়ের সময় 'পন নয়' বিষয়টিকে তরান্বিত করতে চান ?

১) হ্যাঁ ☐ ২) না ☐

৪২) পনপ্রথার প্রভাব গুলি কি কি ?

১) বধূ নির্যাতন ☐

২) বধূ হত্যা ☐

৩) অন্যান্য ☐

৪৩) পনপ্রথা কিভাবে দূর করা যাবে এই বিষয়ে আপনার পরামর্শ কি হতে পারে ?

➡

____

সমীক্ষকের স্বাক্ষর

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

(References)

1. Ahuja, M, 1996: '**Windose**', New Age, New Delhi.
2. Ahuja, R, 1996: '**Sociological Criminology**', New Age, New Delhi.
3. Ahuja, R, 1997: '**Social Problem In India**', Rawat Publication, Joypur.
4. মহাপাত্র, অ, ২০০৬ : '**ভারতের সামাজিক সমস্যা**', সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা।
5. চৌধুরী, অ, ২০১৮: '**সাম্প্রতিক সমাজতত্ত্ব**', চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, কলকাতা।
6. https://eisamay.com
7. https://www.ebookbou.edu.BD
8. https://chaipatspbmahavidyaloya.ac.in
9. https://bn.vikaspedia.in
10. https://www.myallgarbage.com
11. https://bn.m.wikipedia.org
12. https://www.bishleshon.com
13. https://www.aponzonepatrika.com/news/ponprotha/19437
14. https://www.myallgarbage.com/2018/01/dowry-system.html
15. https://bn.vikaspedia.in/social-
16. https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE